ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০১৯
(২০১৯ সনের .....নং আইন)

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে The Bankers' Book Evidence Act, 1891 (১৮৯১ সনের ১৮ নং আইন) রহিত করিয়া ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০১৯ জারি করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:

১। শিরোনাম ও পরিধি। - (১) এই আইন ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(৩) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা। - বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "আইনি কার্যক্রম" অর্থ এই আইন বা অন্য কোন আইন, অধ্যাদেশ বা বিধির আওতায় গৃহীত কোন কার্যক্রম বা তদন্তকর্ম যেখানে সাক্ষ্য দেওয়া হয় কিংবা দেওয়া যাইতে পারে এবং কোন মধ্যস্থতা ও সালিশ কার্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) "আদালত" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যাহার বা যাহাদের দ্বারা কোন বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়;

(৩) "কম্পিউটার সিস্টেম" অর্থ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১) এর উপদফা (ঙ) তে সংজ্ঞায়িত কম্পিউটার সিস্টেম;

(৪) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোন কোম্পানী বা বাংলাদেশের অন্য কোন আইন দ্বারা গঠিত কোন কোম্পানী; বাংলাদেশে কার্যরত বিদেশে নিবন্ধিত কোম্পানীও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে ;

(৫) "ডিজিটাল স্বাক্ষর/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১) এ সংজ্ঞায়িত ডিজিটাল স্বাক্ষর/ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর;

(৬) "প্রত্যয়িত অনুলিপি" অর্থ-

(ক) ব্যাংকার বহিসমূহ লিখিত আকারে সংরক্ষিত থাকিলে এইরূপ বহির কোন ভুক্তির অনুলিপি, যাহার নিচে উক্ত অনুলিপি যে অবিকল অনুলিপি, উক্ত অনুলিপি যে ব্যাংকারের কোন একটি সাধারণ বহিতে লিপিবদ্ধ আছে এবং উহা নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ কার্যকালে প্রস্তুত করা হইয়াছিল এবং বহিটি অদ্যাবধি ব্যাংকারের হেফাজতে রক্ষিত আছে সেই মর্মে প্রত্যয়ন থাকে; এবং যেই ক্ষেত্রে উক্ত অনুলিপি এইরূপে যান্ত্রিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত হয় যাহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত অনুলিপির সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে তদ্রুপ প্রত্যয়ন থাকে; এবং যে বহি হইতে উক্ত অনুলিপিটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেই বহি যদি ব্যাংকের প্রথাগত স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উক্ত অনুলিপি প্রস্তুতের পরবর্তী কোন তারিখে ধ্বংস করা হয়, সেই ক্ষেত্রে তদ্রুপ প্রত্যয়ন থাকে; এবং এইরূপ প্রত্যয়ন পত্র তারিখ সহকারে ব্যাংকের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কিংবা ব্যবস্থাপক বা বিভাগীয় প্রধান কর্তৃক তাহার নাম ও দাপ্তরিক পদবী উল্লেখসহ স্বাক্ষরিত হয়;

(খ) ব্যাংকার বহিসমূহ উপাত্ত আকারে ফ্লপি, ডিস্ক, টেপ কিংবা অন্য কোন তথ্যপ্রযুক্তি মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকিলে উক্ত উৎস হইতে মুদ্রিত অনুলিপি কিংবা উহার প্রতিলিপি, যদি তাহা এই আইনের ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী প্রত্যয়িত হইয়া থাকে;

(গ) ব্যাংকের বহিসমূহ মাইক্রোফিল্ম, চৌম্বকীয় টেপ, ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত তথ্যপ্রযুক্তি কিংবা অন্য কোন তথ্যপ্রযুক্তি মাধ্যমে সংরক্ষিত থাকিলে উক্ত বহির কোন ভুক্তির মুদ্রিত অনুলিপি যদি তাহা এইরূপ যান্ত্রিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত বা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত হয় যাহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত অনুলিপির সঠিকতার নিশ্চয়তা প্রদান করে, এবং উক্ত অনুলিপি যদি এই আইনের ধারা ৩ এর বিধান অনুযায়ী প্রত্যয়িত হইয়া থাকে;

(৭) "বিচার" অর্থ সাক্ষ্য গ্রহণসহ আদালতে অনুষ্ঠিত যে কোন কার্যক্রম;

(৮) "ব্যাংক" এবং "ব্যাংকার" অর্থ-

(ক) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩১ এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবসা পরিচালনাকারী কোন কোম্পানী, এবং আইন দ্বারা গঠিত অন্যান্য ব্যাংকসহ যে কোন বিশেষায়িত ব্যাংকও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ৪ এর অধীনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(৯) "ব্যাংকার বহি" অর্থ-

(ক) লেজার, দৈনিক বহি, নগদান বহি, হিসাব বহি এবং ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল প্রকার বহি ও নথি, যাহা লিখিত আকারে, কিংবা মাইক্রোফিল্ম বা ডিজিটাল স্বাক্ষর যুক্ত বা অন্য যে কোন ধরনের তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাংকারের দপ্তরে কিংবা বিকল্প সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় দূরবর্তী কোন দুর্যোগকালীন তথ্য পুনরুদ্ধার কেন্দ্রে, কিংবা উভয়স্থানে সংরক্ষিত হয়;

(খ) যে কোন দলিল যাহা সাধারণভাবে ব্যাংকের ব্যবসায় ব্যবহৃত হয় অথবা ব্যাংকের লেনদেন দপ্তরে নিদর্শনপত্রের রেজিস্ট্রার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যাহা বাঁধাইকৃত বইয়ের ভলিউমরূপে কিংবা লুজ শীট, পৃষ্ঠা, ফোলিও বা কার্ড আকারে সংরক্ষিত হয়;

(গ) হিসাব খোলার ফরম (কেওয়াইসি), গ্রাহকের পরিচিতিমূলক রেকর্ড বা নথি;

(ঘ) জামানতী দলিলাদির হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, টাইপকৃত বা মুদ্রিত বা স্টেনসিলড দস্তাবেজ, অথবা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত অন্য যে কোন যান্ত্রিক বা আধা-যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট দলিল এবং আলোকচিত্র বা ছায়ালিপি হিসেবে প্রস্তুতকৃত কোন দলিল।

৩। **মুদ্রিত অনুলিপির শর্তাবলী**। - এই আইনের ধারা ২ এর উপধারা (৬) এ বর্ণিত কোন ভুক্তির মুদ্রিত অনুলিপি কিংবা উহার প্রতিলিপির সহিত নিম্নলিখিত প্রত্যয়নসমূহ সংযোজিত থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) উক্ত মুদ্রিত অনুলিপি বা উহার প্রতিলিপি যে উক্ত ভুক্তির সেই মর্মে কোন অনুমোদিত কর্মকর্তা কিংবা ব্যবস্থাপক বা বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যয়ন;

(খ) কম্পিউটার সিস্টেমটি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত একটি প্রত্যয়ন যাহাতে সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নরূপ বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত থাকিবে:

অ) সিস্টেমে যাহাতে কেবল অনুমোদিত ব্যক্তির তথ্যভুক্তির এবং পরিচালনার প্রবেশাধিকার থাকে তাহা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি;

আ) তথ্যে অননুমোদিত পরিবর্তন চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি;

ই) সিস্টেমে যান্ত্রিক ত্রুটি কিংবা অন্যবিধ কারণে হারানো তথ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি;

ঈ) সিস্টেম হইতে বহনযোগ্য মাধ্যম যথা-ফ্লপি, ডিস্ক, টেপ কিংবা অন্য কোন তথ্যধারকে যে প্রক্রিয়ায় তথ্য স্থানান্তর করা হয় তাহার বিবরণ;

উ) বহনযোগ্য মাধ্যমে সঠিকভাবে তথ্য স্থানান্তরিত হইয়াছে কিনা তাহা যাচাইয়ের পদ্ধতি;

ঊ) উক্তরূপ তথ্যধারক সনাক্তকরণের পদ্ধতি;

ঋ) উক্তরূপ তথ্যধারক সংরক্ষণ ও হেফাজতের জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদি;

এ) সিস্টেমে যে কোন প্রকারের অনধিকার প্রবেশ চিহ্নিতকরণ ও তাহা প্রতিরোধে গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি;

ঐ) এইরূপ অন্য কোন বিষয় যাহা উক্ত সিস্টেমের সঠিকতা ও সততার সমর্থনে প্রমাণস্বরূপ।

(গ) কম্পিউটার সিস্টেমটি পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি এই মর্মে আরো প্রত্যয়ন করিবেন যে, তাঁহার জ্ঞাতসারে ও বিশ্বাস অনুসারে কম্পিউটার সিস্টেমটি যথাযথভাবে পরিচালিত হইয়াছে, তাঁহাকে আনুষঙ্গিক সকল তথ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং উক্তরূপ তথ্যের ভিত্তিতে আলোচ্য অনুলিপিটি সঠিকভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

৪। **প্রমাণরূপে ব্যাংকার বহির ভুক্তির ব্যবহার।** - এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, ব্যাংকার বহির যে কোন ভুক্তির প্রত্যয়িত অনুলিপিকে সকল প্রকার আইনি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উক্ত ভুক্তির অস্তিত্বের প্রাথমিক সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হইবে, এবং উহা প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে কোন বিষয়বস্তু, লেনদেন এবং হিসাবের প্রমাণরূপে ঠিক একইভাবে গ্রহণীয় হইবে সেইভাবে ব্যাংকার বহিতে লিপিবদ্ধ মূল ভুক্তিটি আইনি প্রমাণরূপে গ্রহণীয় হয়, তবে উহার চাইতে অতিরিক্ত কিছু বা অন্যবিধ হইবে না।

৫। **যে ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা বহি উপস্থাপনে বাধ্য নহেন।** - ব্যাংক কোন পক্ষ নহে এইরূপ মোকদ্দমায় ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা কোন ব্যাংকার বহি, যাহার বিষয়বস্তু এই আইনের অধীনে প্রমাণযোগ্য, উপস্থাপন করিতে বাধ্য নহেন, কিংবা আদালতের নির্দেশ বা বিশেষ আদেশ ব্যতীত উক্তরূপে বহিতে লিপিবদ্ধ কোন বিষয়বস্তু, লেনদেন এবং হিসাব প্রমাণের জন্য সাক্ষীরূপে হাজির হইতেও বাধ্য নহেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের ধারা ৭ এর উপধারা (২) এর শর্তাবলী/বিধানাবলী পরিপালন সাপেক্ষে তথ্য প্রকাশ করিতে ব্যাংক কর্মকর্তা বাধ্য থাকিবেন ।

৬। **আদালতের আদেশে বহি পরিদর্শন।** - (১) আইনি মোকদ্দমায় কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট কোন উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে উক্ত আবেদনকারী পক্ষের কোন ব্যাংকার বহির সংশ্লিষ্ট ভুক্তিসমূহ পরিদর্শনের এবং উহার অনুলিপি প্রস্তুতের অধিকার থাকিবে, অথবা

এই মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, ব্যাংককে সংশ্লিষ্ট ভুক্তিসমূহের প্রত্যয়িত অনুলিপি একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া উপস্থাপন করিতে হইবে যাহার সহিত এইরূপ আরও একটি প্রত্যয়নপত্র থাকিতে হইবে যে, উক্ত মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রাসঙ্গিক ভুক্তি ব্যাংকার বহিতে পাওয়া যায় নাই, এবং এইরূপ প্রত্যয়নপত্রটিও প্রত্যয়িত অনুলিপির ক্ষেত্রে পূর্বনির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী তারিখ সহকারে স্বাক্ষরিত হইবে।

(২) ব্যাংকের প্রতি সমন জারি করিয়া বা না করিয়াই এই ধারা কিংবা ইহার পূর্ববর্তী ধারার অধীন আদেশ প্রদান করা যাইবে, এবং আদালতের ভিন্নরূপ কোন নির্দেশনা না থাকিলে, উক্ত আদেশ কার্যকর করিবার জন্য সাত কার্যদিবস (সাপ্তাহিক ও সরকারী ছুটির দিন ব্যতীত) পূর্বেই উহা ব্যাংকের প্রতি জারি করিতে হইবে।

(৩) এইরূপ আদেশ পরিপালনের জন্য প্রদত্ত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে যে কোন সময় ব্যাংক উহার বহি আদালতে উপস্থাপনের জন্য প্রদান করিতে পারিবে অথবা এইরূপ আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া দরখাস্ত প্রদান বা আবেদন করিতে পারিবে, এবং সেইক্ষেত্রে পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত পূর্বের আদেশটি কার্যকর করা যাইবে না।

৭। **তথ্য প্রকাশের অনুমোদিত ক্ষেত্র ও শর্তাবলী**। - (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, বাংলাদেশে কার্যরত কোন ব্যাংক বা উহার কোন কর্মকর্তা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন গ্রাহকের তথ্য প্রকাশ করিবে না।

(২) বাংলাদেশে কার্যরত কোন ব্যাংক বা উহার কোন কর্মকর্তা এই আইনের তফসিলের প্রথম কলামে উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দ্বিতীয় কলামে বর্ণিত ব্যক্তি বা শ্রেণীর ব্যক্তিগণের নিকট, তৃতীয় কলামে উল্লিখিত শর্তাবলী পরিপালন সাপেক্ষে, গ্রাহকের তথ্য প্রকাশ করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের তফসিলে বর্ণিত গ্রাহক তথ্য গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি বা সংস্থা বা সংস্থার কোন কর্মকর্তা তফসিলে উল্লিখিত অনুমোদিত ব্যবহার্য ক্ষেত্র কিংবা আদালতের সুনির্দিষ্ট আদেশ ব্যতীত কোন গ্রাহকের তথ্য বা উহার কোন অংশ কোনভাবেই অন্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিবে না।

(৪) উপধারা (১) বা (৩) এর বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধের দরূন দোষী সাব্যস্ত হইলে-

(ক) একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা বা অনধিক তিন বছরের কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; অথবা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, অনধিক বিশ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৫) অত্র ধারায় এবং তফসিলে বর্ণিত বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে-

(ক) যেক্ষেত্রে কোন সংস্থার নিকট তফসিলের অধীনে অনুমোদিত গ্রাহকের তথ্য প্রকাশ করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত সংস্থার এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট গ্রাহক তথ্য প্রকাশ করা যাইবে।

(খ) তফসিলে বর্ণিত কোন সংস্থার পক্ষে গ্রাহক তথ্য গ্রহণকারী অনুমোদিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দায়বদ্ধতা নিয়োগকারী সংস্থাতে তাঁহার নিয়োগ বা কর্মসংস্থানের অবসান পরবর্তীকালেও বহাল থাকিবে।

(৬) ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪৪ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ধারা ২০ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শনকালে সংগৃহীত গ্রাহক তথ্য, যদি উহা উক্ত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধানের জন্য প্রয়োজনীয় না হয়, তাহা হইলে উক্ত গ্রাহক তথ্য গোপনীয় হিসেবে গণ্য করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যক্তি বলিতে প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্ত্বাসহ সকল প্রকার আইনগত ব্যক্তিসত্ত্বাকে বুঝাইবে।

৮। **খরচাদি**। - (১) এই আইনের অধীন বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আদালতের নিকট কৃত কোন আবেদনের খরচ এবং আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কারণে সম্পাদিত বা সম্পাদন করা হইবে এমন কোন কিছুর খরচ আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার আওতায় থাকিবে, যিনি এই মর্মে আরও আদেশ দিতে পারিবেন যে, কোন খরচ বা খরচের অংশবিশেষ ব্যাংক কর্তৃক কোন পক্ষের অনুকূলে পরিশোধ করিতে হইবে যদি এইরূপ খরচ ব্যাংকের ত্রুটি বা অযথা বিলম্বের কারণে হইয়া থাকে।

(২) এই ধারার অধীন ব্যাংককে বা ব্যাংক কর্তৃক কোন খরচ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোন আদেশ এমনভাবে কার্যকর করা হইবে যেন উক্ত আইনি কার্যক্রমে ব্যাংক একটি পক্ষ।

(৩) এই ধারার অধীন খরচ প্রদানের আদেশের ক্ষেত্রে, উক্ত আদেশে উল্লিখিত কোন দেওয়ানি আদালতে আবেদন করিয়া, উক্ত আদালত কর্তৃক এমনভাবে উহা কার্যকর করা হইবে যেন আদেশটি উক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত একটি মানি ডিক্রী। তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই এইরূপ খরচ পরিশোধের আদেশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রদানকারী কোন আদালতের ক্ষমতাকে খর্ব করিবে না।

৯। **রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ**। - (১) The Bankers' Book Evidence Act, 1891 (১৮৯১ সনের ১৮ নং আইন) সকল সংশোধনীসহ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত আইনের অধীন কৃত সকল কার্যক্রম এই আইনের অধীন কৃত বলিয়া গণ্য হইবে এবং দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০১৯

তফসিল

[ধারা ৭ দ্রষ্টব্য]

তথ্য প্রকাশের অনুমোদিত ক্ষেত্র ও শর্তাবলী

গ্রাহক তথ্য প্রকাশের অনুমোদিত ক্ষেত্রসমূহ (১)	**গ্রাহক তথ্য প্রাপ্তির জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ (২)**	**তথ্য প্রকাশের শর্তাবলী (৩)**
১। গ্রাহকের, অথবা গ্রাহক মৃত হইলে তাঁহার নমিনির, লিখিত আদেশ দ্বারা অনুমতি প্রদানকৃত তথ্য প্রকাশ।	গ্রাহকের, অথবা গ্রাহক মৃত হইলে তাঁহার নমিনির, লিখিত আদেশ দ্বারা অনুমোদিত ব্যক্তি।	
২। মৃত গ্রাহকের সম্পত্তি বিলিবন্টন সম্পর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরে কোন আবেদন নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আবশ্যকীয় তথ্য প্রকাশ।	সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তরের এতদ্‌বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।	
৩। নিম্নবর্ণিত আইনি প্রক্রিয়া নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ- (ক) গ্রাহক একক ব্যক্তি হইলে উক্ত ব্যক্তির দেউলিয়াত্ব; অথবা (খ) গ্রাহক কর্পোরেট সংস্থা হইলে উক্ত সংস্থার দেউলিয়াত্ব বা অবসায়ন।	প্রথম কলামে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনে যাহাদের গ্রাহক তথ্য ব্যবহার করা প্রয়োজন মর্মে ব্যাংক মনে করে সেই সকল ব্যক্তি।	
৪। নিম্নবর্ণিত কারণে তথ্য প্রকাশ আবশ্যক হইলে- (ক) কোন সংঘটিত অপরাধ এর অনুসন্ধান বা তদন্ত বা বিচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের জন্য কোন আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান অনুসারে প্রদত্ত লিখিত আদেশ বা অনুরোধ পরিপালনার্থে; অথবা (খ) কোন সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কে কোন আইনের আওতায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট এতদসংক্রান্ত লিখিত অভিযোগ দায়ের বা প্রতিবেদন দাখিল করণার্থে।	(ক) কোন উপযুক্ত আদালত বা বিশেষ ট্রাইবুনাল বা তদ্‌কর্তৃক অনুমোদিত কোন ব্যক্তি; (খ) কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা বা কোন সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা যিনি কোন আইনের আওতায় অনুসন্ধান বা তদন্ত বা প্রসিকিউশন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ।	দ্বিতীয় কলামের (খ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাগণকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবে: (ক) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর বিধান পরিপালনার্থে কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধে; (খ) কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর বিধান পরিপালনার্থে জয়েন্ট কমিশনার অব কাস্টমস বা সমমর্যাদার কোন কর্মকর্তার নিম্নে নহে এমন কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধে;

		(গ) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ কিংবা সংশ্লিষ্ট সময়ে বলবৎ মূল্য সংযোজন কর আইন এর অধীন সহকারী কমিশনার বা সহকারী পরিচালক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধে; (ঘ) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান পরিপালনার্থে উক্ত অধ্যাদেশের ধারা-৩ এর দফা (১) হইতে (৭) পর্যন্ত উল্লিখিত কোন আয়কর কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুরোধে; (ঙ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তথ্য গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রধান এর অনুমোদনক্রমে জাতীয় বেতন স্কেল এর পঞ্চম গ্রেডের নিম্নে নহে, এমন কর্মকর্তার লিখিত অনুরোধে তথ্য প্রদান করা যাইবে।
৫। ব্যাংকার বহি সাক্ষ্য আইন, ২০১৯ এর বিধান, বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর বিধান, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর বিধান, আমানত বীমা আইন, ২০০০ এর বিধানসহ বলবৎ কোন আইন অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পরিপালনার্থে তথ্য প্রকাশ।	বাংলাদেশ ব্যাংক বা তদ্‌কর্তৃক অনুমোদিত বা নিযুক্ত কোন ব্যক্তি।	
৬। ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা ১১৯ অনুসারে বিদ্যমান বা সম্ভাব্য বাণিজ্যিক লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের যোগ্যতা মূল্যায়নে ব্যবহার্য তথ্য প্রকাশ।	বাংলাদেশে কার্যরত যে কোন ব্যাংক।	কেবল গ্রাহকের ঋণমান ও সাধারণ প্রকৃতির তথ্য প্রকাশ করা যাইবে; হিসাবের বা লেনদেনের বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে না।
৭। কোন বলবৎ আইনের অধীনে স্থাপিত- (ক) ক্রেডিট রেজিস্ট্রি বা ক্রেডিট ব্যুরো কর্তৃক ব্যাংক গ্রাহকদের ঋণপ্রাপ্তির যোগ্যতা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য সংকলন বা প্রক্রিয়াজাতকরণ এর জন্য তথ্য	(ক) ক্রেডিট রেজিস্ট্রি বা ক্রেডিট ব্যুরো; (খ) ক্রেডিট রেজিস্টি বা ক্রেডিট ব্যুরোর সদস্য কোন ব্যাংক; (গ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অনুমোদিত	(ক) কোন আমানতকারীর আমানতের তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না। (খ) দ্বিতীয় কলামের অনুচ্ছেদ (গ) অনুসারে শুধু ক্রেডিট রেজিস্ট্রি বা ক্রেডিট ব্যুরো কর্তৃক সংকলিত বা প্রক্রিয়াজাতকৃত তথ্য প্রকাশ করা যাইবে।

প্রকাশ; (খ) ক্রেডিট রেজিস্ট্রি বা ক্রেডিট ব্যুরোর অন্যান্য সদস্যদের ব্যবহারের জন্য তথ্য প্রকাশ।	কোন ব্যক্তি বা শ্রেণির ব্যক্তিগণ।	
৮। পেশাদার আইনজীবী, পরামর্শক বা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদনার্থে ব্যবহার্য তথ্য প্রকাশ।	ব্যাংককে পরিষেবা প্রদানের জন্য চুক্তিবদ্ধ আইনজীবী, পরামর্শক, উপদেষ্টা;	পেশাদার আইনজীবী, পরামর্শক বা উপদেষ্টার নিকট দায়িত্ব সম্পাদনার্থে ব্যবহার্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ছাড়া অন্য কোন গ্রাহক তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না।
৯। আউটসোর্সিং বন্দোবস্তের আওতায় ব্যাংকিং অথবা অনুষঙ্গী কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহার্য তথ্য প্রকাশ।	ব্যাংকের সহিত সম্পর্কযুক্ত নয় এমন কোন তৃতীয়পক্ষ সেবাদানকারী।	(ক) তৃতীয়পক্ষ সেবাদানকারীর নিকট গ্রাহকের আমানত তথ্য প্রকাশের পূর্বে ব্যাংক ঐরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিতকরতঃ তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিবে। (খ) তৃতীয়পক্ষ সেবাদানকারীর নিকট গ্রাহকের ঋণ তথ্য প্রকাশের পূর্বে ব্যাংক ঐরূপ তথ্য প্রকাশের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিত করিবে।
১০। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুসারে অনুসন্ধান ও তদন্তের নিমিত্তে তথ্য প্রকাশ।	(ক) কোন উপযুক্ত আদালত বা বিশেষ ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা; (খ) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট; (গ) মানিলন্ডারিং অপরাধের তদন্তকারী যে কোন সংস্থা ।	
১১। বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক বা তদারকী কর্তৃপক্ষের অনুরোধকৃত বা যাচিত তথ্য।	বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রক বা তদারকী কর্তৃপক্ষ।	(ক) কোন একক আমানতকারীর আমানতের তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না। (খ) আইন বা আদালত কর্তৃক বাধ্য না হইলে প্রাপ্ত গ্রাহক তথ্য উক্ত নিয়ন্ত্রক বা তদারকী কর্তৃপক্ষ অন্য কাহারো নিকট প্রকাশ করিবে না।